

## প্রত্নতত্ত্বের পারশ্য-উপন্যাস

ভারতবর্ষের যে কোনো ভবিষ্যৎ নেই, সেবিষয়ে বিদেশীর দল ও স্বদেশীর দল উভয়েই একমত। আমাদের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক আছেন, যারা ভবিষ্যৎ নিয়ে কারবার করেন: এক, যারা রাজ্যের সংস্কার চান; আর-এক, যারা সমাজের সংস্কার চান। বর্তমানকে ভবিষ্যতে পরিণত করতে হলে তার সংস্কার অর্থাৎ পরিবর্তন করা আবশ্যিক। এই নিয়েই তো যত গোল। যা আছে তার বদল করা যে রাজ্যশাসনের পক্ষে ক্ষতিকর, এই হচ্ছে রাজ্যশাসকের মত; আর যা আছে তার বদল করা যে সমাজশাসনের পক্ষে ক্ষতিকর, এই হচ্ছে সমাজশাসিতদের মত। অতএব দেখা গেল যে, ভারতবর্ষের যে ভবিষ্যৎ নেই এবং থাকা উচিত নয়— এ সত্য ইংরেজি ও সংস্কৃত উভয় শাস্ত্রমতেই প্রতিপন্থ হচ্ছে।

২

ভবিষ্যৎ না থাক, গতকল্য পর্যন্ত ভারতবর্ষের অতীত ব'লে একটা পদার্থ ছিল; শুধু ছিল বলে ছিল না— আমাদের দেহের উপর, আমাদের মনের উপর তা একদম চেপে বসে ছিল। কিন্তু আজ শুনছি, সে অতীত ভারতবর্ষের নয়, অপর দেশের। একথা শুনে আমরা সাহিত্যিকের দল বিশেষ ভীত হয়ে পড়েছি। কেননা, এতদিন আমরা এই অতীতের কালিতে কলম ডুবিয়ে বর্তমান সাহিত্য রচনা করছিলুম। এই অতীত নিয়ে, আমাদের ভিতর যার অন্তরে বীরবল আছে তিনি বাহ্যাক্ষেটন করতেন, যার অন্তরে কঙ্কণবল আছে তিনি ক্রন্দন করতেন, যার অন্তরে হাস্তবল আছে তিনি পরিহাস করতেন, যার অন্তরে শাস্ত্রবল আছে তিনি বৈরাগ্য প্রচার করতেন, আর যার অন্তরে বীভৎসবল আছে তিনি কেলেক্ষারি করতেন। কিন্তু অতঃপর এই যদি প্রমাণ হয়ে যায় যে, ভারতবর্ষের অতীত আমাদের পৈতৃক ধন নয়, কিন্তু তা পরের— তা হলে সে ধন নিয়ে সাহিত্যের বাজারে আমাদের আর পোদারি করা চলবে না। এক-কথায়, ইতিহাসের পক্ষে যা পোষ-মাস, সাহিত্যের পক্ষে তা সর্বনাশ।

৩

আমাদের এতকালের অতীত যে রাতারাতি হস্তান্তরিত হয়ে গেল, সেও আমাদের অতিবুদ্ধির দোষে। এ অতীত যতদিন সাহিত্যের অধিকারে ছিল, ততদিন কেউ তা আমাদের হাত ছাড়িয়ে নিতে পারে নি। কিন্তু সাহিত্যকে উচ্ছেদ ক'রে বিজ্ঞান অতীতকে দখল করতে যাওয়াতেই আমরা ঐ অমূল্য বস্তু হারাতে বসেছি। সকলেই,

জানেন যে, ভারতবর্ষের অতীত থাকলেও তার ইতিহাস ছিল না। কাজেই এই অতীতের সাদা কাগজের উপর আমরা এতদিন স্বেচ্ছায় এবং স্বচ্ছচিত্তে আমাদের মনোমত ইতিহাস লিখে যাচ্ছিলুম। ইতিমধ্যে বাংলায় একদল বৈজ্ঞানিক জর্মগ্রহণ ক'রে সে ইতিহাসকে উপন্যাস বলে হেসে উড়িয়ে দিয়ে এমন ইতিহাস রচনা করতে কৃতসংকল্প হলেন, যার ভিতর রসের লেশমাত্র থাকবে না— থাকবে শুধু বস্তুত্বতা। এরা আহেলা বিলেতি শিক্ষার মোছে একথা ভুলে গেলেন যে, অতীতে হিন্দুর প্রতিভা ইতিহাসে নয় পুরাণে, বিজ্ঞানে নয় দর্শনে, ফুটে উঠেছিল। অতীতের মর্মগ্রহণ না ক'রে তার চর্মগ্রহণ করতে যাওয়াতেই সে দেশত্যাগী হতে বাধ্য হল। এতে তাদের কোনো ক্ষতি নেই, মধ্যে থেকে সাহিত্য শুধু দেউলে হয়ে গেল। বিজ্ঞানের প্রদৌপ যে সাহিত্যের লালবাতি— একথা কে না জানে।

## 8

আমরা সাহিত্যিকের দল অতীতকে আকাশ হিসেবে দেখতুম, অর্থাৎ আমাদের কাছে ও-বস্ত ছিল একটি অখণ্ড মহাশূন্য। স্বতরাং সেই আকাশে আমরা কল্পনার সাহায্যে এমন-সব গিরি-পুরী নির্মাণ ক'রে চলেছিলুম, যার ত্রিসৌমানার ভিতর বিজ্ঞানের গোলাগুলি পেঁচায় না। বাংলার নবীন প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে এ কার্যটি অকার্য বলেই স্থির হল; কেননা, বৈজ্ঞানিক-মতে ইতিহাস গড়বার জিনিসও নয়, পড়বার জিনিসও নয়— শুধু টোঁড়বার জিনিস। স্বতরাং ও-জিনিসের অন্বেষণ পায়ের নীচে করতে হবে— মাথার উপরে নয়। যারা আবিষ্কার করতে চান, তাদের কর্মক্ষেত্র ভুলোক, দ্যুলোক নয়, কেননা, আকাশদেশ তো স্বতঃআবিষ্কৃত।

এই কারণে, সক্রিটিস যেমন দর্শনকে আকাশ থেকে নামিয়ে মাটির উপরে এনে ফেলেছিলেন, আমাদের বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকেরাও তেমনি ভারতবর্ষের ইতিহাসকে আকাশ থেকে পেড়ে মাটির নীচে পুঁতে ফেলেছেন।

## 5

এ দলের মতে ভারতবর্ষের অতীত পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হলেও পঞ্চভূতে মিশিয়ে যায় নি; কেননা, কাল অতীতের অগ্নিসৎকার করে না, শুধু তার গোর দেয়। এককথায়, অতীতের আত্মা স্বর্গে গমন করলেও তার দেহ পাতালে প্রবেশ করে। তাই ভারতবর্ষ ইতিহাসের মহাশূন্য নয়, মহাগোরস্থান। অতএব ভারতবর্ষের কবর খুঁড়ে তার ইতিহাস বার করতে হবে— এই জ্ঞান হওয়ামাত্র আমাদের দেশের যত বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোকে কোদাল পাড়তে শুরু করলেন এই আশায় যে, এদেশের উত্তরে

দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে, যেখানেই কোদাল মারা যাবে সেখানেই, লুপ্তসভ্যতার গুপ্তধন বেরিয়ে পড়বে। আর সে ধনে আমরা এমনি ধনী হয়ে উঠব যে, মনোজগতে খোরপোশের জন্য আমাদের আর চাষ-আবাদ করতে হবে না।

এই খোড়াখুড়ির ফলে সোনা না হোক তামা বেরিয়েছে, ইরে না হোক পাথর বেরিয়েছে। কিন্তু এ যে-সে তামা যে-সে পাথর নয়—সব হরফ-কাটা। এইসব মূদ্রাক্ষিত তাত্ত্বিকলকের বিশেষ-কিছু মূল্য নেই, তা পয়সারই মত সন্তো। একালেও আমরা শিল কুটি, কিন্তু সেই কোটা-শিল পড়া যায় না; কেননা, তার অক্ষর সব রেখাক্ষর। কিন্তু অতীতের এই ক্ষেত্রিক পাষাণের কথা স্বতন্ত্র। বিদ্যা বলেছিলেন—

‘শিলা জলে ভেসে যায়, বানরে সংগীত গায়,  
দেখিলেও না হয় প্রত্যয়’

কিন্তু আজকাল যদি কেউ বলেন যে—

‘কপি জলে ভেসে যায়, পাষাণে সংগীত গায়,  
দেখিলেও না হয় প্রত্যয়’

তা হলে তিনি অবিচারই পরিচয় দেবেন। কেননা, আজকাল পাষাণের সংগীতে দেশ যাতিয়ে তুলেছে। অতীত আজ তার পাষাণ-বন্দনে তারস্বরে আত্মপরিচয় দিচ্ছে। কাগজের কথায় আমরা আর কান দিই নে। রামায়ণ-মহাভারত এখন উপন্যাস হয়ে পড়েছে, এবং ইতিহাস এখন বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেছে। তার কারণ, আমরা মাটি খুঁড়ে আবিষ্কার করেছি যে, যাকে আমরা হিন্দুসভ্যতা বলি সেটি একটি অর্বাচীন পদাৰ্থ—বৌদ্ধসভ্যতার পাকা বুনিয়াদের উপরেই তা প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সর্বনিম্নস্তরে যা পাওয়া যায়, সে হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম। ফলে, আমরা হিন্দু হলেও বৌদ্ধধর্ম নিয়েই গৌরব করছিলুম। তাই প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, পাটলিপুত্রেই হচ্ছে আমাদের ইতিহাসের কেন্দ্রস্থল—একাধারে জন্মভূমি এবং পীঠস্থান।

#### ৬

কথাসরিৎসাগরের প্রসাদে পাটলিপুত্রের জন্মকথা আমরা সকলেই জানতুম। এবং আমরা, কাব্যরসের রসিকেরা, সেই জন্মবৃত্তান্তই সাদরে গ্রাহ করে নিয়েছিলুম; কেননা, সেকথায় বস্তুতন্ত্র না থাকলেও রস আছে, তাও আবার একটি নয়, তিনিটি—মধুর বীর এবং অস্তুত রস। পুত্রকৃতক পাটলিহরণের বৃত্তান্ত, কুকুকৃতক কুক্ষিগীহরণ এবং অজুনকৃতক স্বত্ত্বাহরণের চাইতেও অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। কুকু প্রভৃতি রথে চড়ে স্তলপথে পলায়ন করেছিলেন, কিন্তু পুত্র পাটলিকে ক্রোড়স্থ ক'রে,